

আমরা কি কেবলই প্রচারিত হব?

-জাহেদ আহমদ

worldcitizen73@yahoo.com

আমি নিজে কোন দিন কোন রাজনৈতিক দলে নাম লেখাইনি। ছাত্র রাজনীতি ও করিনি কোন দিন। তথাপি দেশ-বিদেশের রাজনীতির প্রতি বরাবরই একটা কৌতূহল ছিল, এখন ও আছে। বিশ্বের যে কোন দেশে গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও প্রগতিশীল দলের জয় দেখলে আমি আনন্দিত হই, তাঁদের পরাজয়ে হই ব্যথিত। মানবতাবাদ, বিজ্ঞানমনস্কতা ও ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী মানুষদের সান্নিধ্য—তাঁরা যে দেশের বা যে জাতিরই হউন না কেন—আমাকে আশান্বিত করে। ভাবতে ভালবাসি, শুভ চিন্তার মানুষ জগতে কম হলে ও আছেন; ছিলেন এবং থাকবেন। তবে বলতে দ্বিধা নেই, আওয়ামী লীগ দলটির প্রতি প্রায়শই আমার একটা সহানুভূতি কাজ করেছে। বংগবন্ধু শেখ মুজিব সম্পর্কে জানার চেষ্টা করেছি বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে। তাঁর বছরকম দুর্বলতার পর ও মনে হয়েছে, মানুষটি যেভাবে এই দেশটিকে, এই দেশের মানুষকে ভালবেসেছেন, তেমনটি আর কেউ পারেননি। বংগবন্ধুর প্রতি এই দুর্বলতা থেকেই আওয়ামী লীগের প্রতি একটা সহানুভূতির সৃষ্টি। অনেক আসরে ঘন্টার পর ঘন্টা তর্কে মেতেছি যখন দেখেছি কেউ একজন শেখ মুজিবকে বিকৃত আকারে উপস্থাপনা করেছেন। শ্রোতারা ধরে নিয়েছেন, আমি আওয়ামী লীগ করি। আবার উলটোটা ও ঘটেছে। আওয়ামী লীগের অনেক কৃষ্ণ সমর্থকদের সাথে কথা বলতে গিয়ে কোন কোন ক্ষেত্রে বংগবন্ধুর সমালোচনা করতে সকলেই ধরে নিয়েছেন, আমি এন্টি-আওয়ামী লীগ অথবা, কম্যুনিষ্ট জাতীয় কিছু একটা।

ভূমিকা টানার কারণটা এবার সাদামাটা করে বলি। ইতিমধ্যে অনেকেই জেনে থাকবেন- গতকালকের (২৩ ডিসেম্বর, ২০০৬) পত্রিকার খবর অনুযায়ী, আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুল জলিল এবং কৃষ্ণপন্থী ইসলামি রাজনৈতিক দল খেলাফত মজলিশের মধ্যে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই চুক্তি অনুযায়ী, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলে কওমী (অর্থাৎ সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়, এমনসব দেওবন্দ অনুসারী মাদ্রাসা) মাদ্রাসার সনদপ্রাপ্ত মোল্লাদের প্রকাশ্যে ফতোয়া ঘোষণার অধিকার দেবে। আওয়ামী লীগ নেতারা মোল্লাদের আর ও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তাঁরা ক্ষমতায় এলে আইন পাশ করবেন যাতে দেশে কেউ কোরাণ-হাদীস-সুন্নাহ বিরোধী কোন কথাবার্তা বললে তাঁর জন্য শাস্তির ব্যবস্থা হয়। এখানে বলে রাখা দরকার, কোন বিষয়টি ইসলাম বিরোধী আর কোনটি নয়, এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেয়ার দায়িত্ব ও থাকবে কওমী মাদ্রাসার মোল্লাদের কাছে। অর্থাৎ, স্বাধীন সার্বভৌম ও গণতান্ত্রিক একটি দেশ এই ক্ষেত্রে নিজস্ব সংবিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে না, হবে কিছু মুর্খ-অল্প শিক্ষিত মোল্লামহল দ্বারা। চুক্তি অনুযায়ী কোরাণসহ ইসলামের অন্যসকল বিধান মেনে চললে ও যাঁরা হজরত মুহাম্মদকে সর্বশেষ নবী হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার ক্ষেত্রে দ্বিমত পোষণ করবে, তাঁদেরকে বাংলাদেশে অমুসলিম হিসেবে বসবাস করতে হবে যেমন- ক্বাদিয়ানী সম্প্রদায়। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, এই চুক্তি বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের নাম অফিসিয়ালি 'গণপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশ' হলে ও এর আদল হবে 'বাংলাদেশ ইসলামিক প্রজাতন্ত্র' বা তালিবান নিয়ন্ত্রিত আফগানিস্তানের মত। তবে বাংলাদেশকে একটা তালিবান রাষ্ট্র বানানোর সকল প্রক্রিয়া যে ধীরে ধীরে সম্পন্ন হচ্ছে, সে বিষয়েই আমরা অনেকেই জ্ঞাত। আজকের পত্রিকায় দেখলাম, আওয়ামী লীগের সমর্থক-শুভানুধ্যায়ীদের অনেকেই চুক্তির খবরে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ। আওয়ামী লীগের কোন কোন নেতা বলেছেন, চুক্তি হলে ও এটি কোনদিন বাস্তবায়িত হবে না।

এই চুক্তি ভবিষ্যতে বাস্তবায়িত হবে কি-না সেটি অনেক পরের কথা। এই মুহূর্তে সত্য হল, আওয়ামী লীগ চুক্তি দ্বারা এমন একটি দলকে রাজনীতিতে বৈধতা দিয়েছে, যাঁরা আওয়ামী লীগ সরকারের আমলেই হাইকোর্টের রায়ে ফতোয়া অবৈধ ঘোষিত হওয়ার পর সারা দেশে বিক্ষোভের তান্ডব ঘটিয়েছিল। এদের চেলা-চামুন্ডারা সুযোগ পেলেই দেশের অসাম্প্রদায়িক, প্রগতিশীল চিন্তাধারার মানুষদের উপর হয় আক্রমণ চালিয়েছে, নয়তো অপদস্থ করেছে। অধ্যাপক আহমদ শরীফ, অধ্যাপক হুমায়ূন আজাদ, লেখিকা তসলিমা নাসরিন—কাউকে তারা ফতোয়া থেকে রেহাই দেয়নি। এদের এক সময়কার নেতা, মুফতি ফজলুল হক আমিনী সাণ্ডাহিক ২০০০ এ সাক্ষাতকারে একবার বলেছিলেন, 'তসলিমা নাসরিনের আমি কোন বই পড়িনি, তবে তার ফাঁসি চাই।' এই খেলাফত মজলিশ নিয়ন্ত্রিত মাদ্রাসাগুলির হাজার হাজার ছাত্র এক সময় ঢাকার রাস্তায় গগণ বিদারী শ্লোগান দিয়ে জানিয়েছিল, 'আমরা হব তালিবান, বাংলা হবে আফগান!' কিন্তু কেউ কি ভাবতে পেরেছিলেন তালিবানাইজেশনের ফাইনাল ধাপটি স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের জন্মলগ্নের নেতৃত্বদানকারী আওয়ামী লীগের মাধ্যমে বৈধতা পাবে? অবশেষে তাই ঘটল। বিএনপি সংবিধানে বিসমিল্লাহ সংযোজন করেছিল। এরশাদ ইসলামকে রাষ্ট্র ধর্ম ঘোষণা দিয়েছিল। আওয়ামী লীগ তাদেরকে ও হারিয়ে একধাপ এগিয়ে (?) গেল।

এই দেশের মানুষদের অন্যতম দুর্ভাগ্যের একটি হচ্ছে, আমরা সহজে যে কাউকে বিশ্বাস করি। আমরা আওয়ামী লীগকে বিশ্বাস করেছি, কিন্তু আওয়ামী লীগ খেলাফত মজলিশের সাথে চুক্তিতে সই করার সময় নিশ্চয় আমাদের বিশ্বাসের কথাটি মনে রাখিনি। আমাদের কি জন্ম হয়েছে কেবলই প্রচারিত হওয়ার জন্য?

নিউ ইয়র্ক

২৪ ডিসেম্বর ২০০৬

লেখকের পরিচয়ঃ মুক্তমনা (www.mukto-mona.com) হিউম্যানিস্ট ফোরামের কো-মডারেটর ও সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য।